প্রত্যুষা

বার্ষিক সাহিত্য মুখপত্র

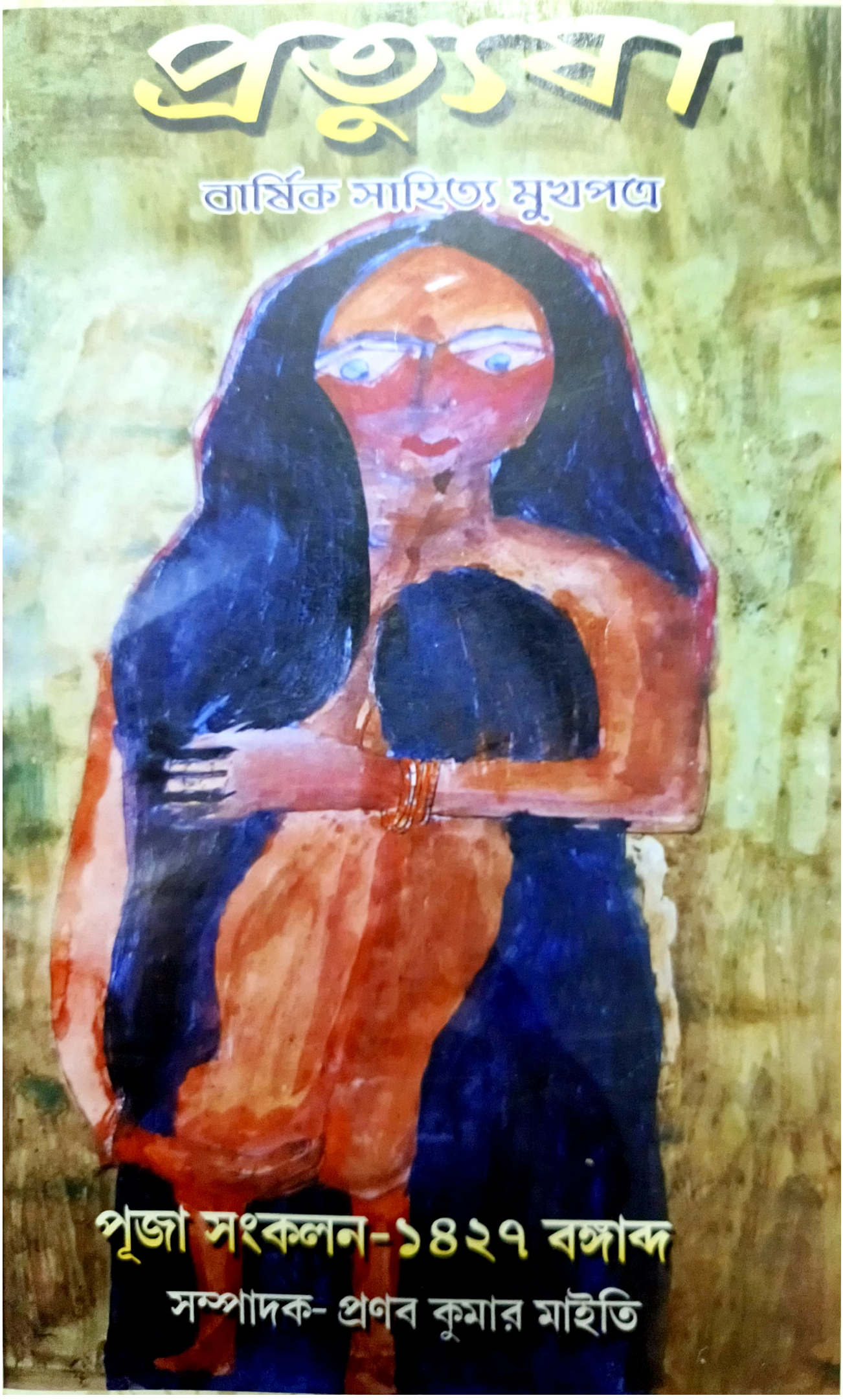

পূজা সংকলন-১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক- প্রণব কুমার মাইতি

Scanned with OKEN Scanner

তী র্থ রা জ বি শ্বা স

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটি : বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনার প্রতিলিপি

বাংলা ছোটগল্পের সূচনালগ্নের পর থেকে রবীন্দ্রপরবর্তীকালের ছোটগল্পের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা ছোটগল্পে প্রাক্‌লগ্নের কাহিনিকেন্দ্রিকতা থেকে সরে এসে আধুনিককালের গল্পকারেরা চরিত্রের বুনন, মনস্তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কল্লোলের আচিন্ত্যকুমার-প্রেমেন্দ্র-মানিক এদের বাস্তবতা বাংলা কথাসাহিত্যে আনল জোয়ার। রবীন্দ্র-উত্তরকালে তারাশঙ্কর-সুবোধ ঘোষ ভিন্নস্বাদের কিছু ছোটগল্প উপহার দিলেন। রিয়ালিস্ট শিল্পী মানিক ও ন্যাচারালিস্ট শিল্পী জগদীশ গুপ্তর ধারা থেকে সরে এসে বিশ শতকের চারের দশক থেকে কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্বতন্ত্র পথের সন্ধানী হলেন। তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ উপলব্ধি করে। চরিত্রগুলি যেন প্রকৃতির কোলে বিলীন হয়ে যেতে চায়। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে যৌনতা এসেছে কখনও প্রকৃতির হাত ধরে, কখনও বা নারীর অনুষঙ্গে। তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায় মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস। নারী-প্রকৃতি-যৌনতা যেন তাঁর গল্পে হাত ধরাধরি করে চলেছে। 'গিরগিটি' গল্পে বেশকিছু যৌন অনুষঙ্গ থাকলেও গল্পের প্রধান দুই চরিত্র মায়া ও ভুবন সরকারের মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ।

'গিরগিটি' গল্পটি শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ছাপা হয়, পরবর্তীকালে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে শারদীয়া দেশ সংখ্যায় বেরোয়। 'গিরগিটি' গল্পের নায়িকা বাইশ বছরের এক অপরূপা যুবতী। তার স্বামী প্রণব কারখানার শ্রমিক। প্রকৃতির কোলে এক ভাড়াবাড়িতে মায়া-প্রণবের ২ বছরের বৈবাহিক জীবন। মায়ার ঘরের সামনেই বাস করেন এক বৃদ্ধ ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী ভুবন সরকার। সেই বৃদ্ধের শারীরিক সক্ষমতা না থাকলেও মানসিকভাবে সে ছিল তরুণ। মায়ার স্বামী প্রণব সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়ে ফেরে সেই বিকেল পাঁচটায়। ফলে সারাদিন মায়াকে একাকীত্বে কাটাতে হয়। কিন্তু একাকীত্ব মায়াকে গ্রাস করেনা, স্বামীর অবর্তমানে মায়া যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। সামনেই ভুবন সরকারের থাকার ঘর, সে কি করল, না করল তা দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মায়ার, সে নিজেকে দেখতে, প্রকৃতির আঙিনায় নিজের রূপ দেখতেই ব্যস্ত। মায়াকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখে বৃদ্ধ ভুবন। বুদ্ধিমতী মায়া বুঝে নেয় যে, তিনবউ হারানো এই বৃদ্ধ, মায়ার রূপে মুগ্ধ। ভুবন সরকার মায়াকে কখনও 'ডালিমচারা', কখনও 'রাজহংসী' আবার কখনও 'চিতাবাঘিনী' র সঙ্গে তুলনা করে। মায়া নির্জনে কুয়োতলায় নগ্ন-স্নানে বিমোহিতা, সে প্রকৃতিকেই যেন উৎসর্গ করতে চায় তার সেই স্নানপর্ব। মায়ার স্বামী প্রণবের চরিত্র একটু ভিন্ন, তার মধ্যে সৌন্দর্যচেতনার কোনও প্রকাশ ঘটেনা। সে শারীরিক-দৈহিক সীমিত মিলনের মধ্যে আনন্দ পেতে চায়। সে মায়ার দেহের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চায় বদ্ধ ঘরে।প্রণবের মুখে গতানুগতিক একঘেয়ে মায়ার রূপ-যৌবনের প্রশংসা শুনে সে ক্লান্ত।এ নিয়ে মায়া-প্রণবের দ্বন্দ্ব। বৃদ্ধ ভুবন সরকারের রুচির সঙ্গে মায়ার রুচি মিল

** তীর্থরাজ বিশ্বাস: এম.এ বাংলা। গবেষক। জন্ম: ১৯৯২। নিবাস: বিদ্যাসাগরপুর, খড়্গপুর। পেশা: অধ্যাপনা। খড়্গপুর কলেজ।